গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখা
www.cabinet.gov.bd

নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০২.২০১৬-৮৬৫

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ২৩ নভেম্বর ২০১৬

বিষয় : **কৃষি কার্যক্রম জোরদারকরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত।**

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বর ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০২.২০১৬-৮৩৯ তারিখ ৩১.১০.২০১৬

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে সরকারের ধারাবাহিক ও বিশেষ উদ্যোগ/কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দেশ ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তাছাড়া, পুষ্টিগত মানসম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ, অনাবাদি জমি আবাদ করা, সরকারের উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন এবং সমন্বয়সাধনে বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এজন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ যাতে জনগনকে আরও সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এই পরিপ্রেক্ষিতে গত অক্টোবর /২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের কৃষি কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ এবং জনগণকে সচেতন করতে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক:

১) কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনাবাদি পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন;
২) অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহাররোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩) মৌ-চাষের জন্য ব্যবহৃত বাক্স নির্বিঘ্ন পরিবহনে মৌ-চাষিগণকে সহযোগিতা প্রদান;
৪) সরকারের প্রদেয় বিভিন্ন প্রণোদনা কৃষকদের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;
৫) বরেন্দ্র এলাকায় সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে পাতকুয়া স্থাপন এবং সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ;
৬) এলাকাভিত্তিক পরিবেশ বিবেচনায় যেমন: উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধান ও জলমগ্ন এলাকার জন্য নুতন ধানের জাত এবং খরা এলাকার জন্য খরা-সহিষ্ণু বিভিন্ন জাতের ধান, গম, সরিষা, আলু, তিল প্রভৃতি শস্যের সম্প্রসারণে জনগণকে উৎসাহিতকরণ;
৭) উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা, নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে ভিয়েতনাম ও কেরালা থেকে আমদানিকৃত খাটো জাতের নারিকেল চাষের জন্য উপকূলীয় এলাকাকে প্রাধান্য প্রদান;
৮) সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কৃষকদের উৎসাহিতকরণ;
৯) দেশের বাজারে ফুলের চাহিদার বিষয় বিবেচনা করে ফুলের বাজার-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
১০) দেশের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নভূমির জন্য ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদনের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ;
১১) কৃষি কার্যক্রম যান্ত্রিকীকরণে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ;

চলমান পাতা-০২

১২) কৃষকের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির জন্য বাজার ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় স্থাপিত পাইকারি বাজার, গ্রোয়ার্স মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার, প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও বিশেষায়িত হিমাগারগুলি যাতে সঠিকভাবে কাজ করে সে বিষয়টির মনিটরিং করা;

১৩) অপরিপক্ক ধান কাটা বন্ধের জন্য কৃষকদেরকে উৎসাহিতকরণ; এবং

১৪) জনগণের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে সুষম ও নিরাপদ খাদ্য গ্রহণের লক্ষ্যে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সচল রাখা।

০২। এমতাবস্থায়, উপরিল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

২৩/১১/১৬

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক..... (সকল)।

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ...(সকল)।